যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৭৭৮

১/ বিবিধ

আরবী

لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين، كما لا تصلح الرياضة إلا في نجيب ضعيف جدا

رواه العقيلي في " الضعفاء " (468) وابن الأعرابي في معجمه (32 / 1) والخطيب في " التاريخ " (14 / 164) وأبو بكر الكلاباذي في " مفتاح المعاني " (291 / 1) وأبو الخطاب نصر القاري في حديث أبي بكر بن طلحة " (163 / 1) وابن عساكر (4 / 295 / 2) عن يحيى بن هاشم السمسار: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. وقال العقيلي: " السمسار كان يضع الحديث على الثقات، ولا يصح في هذا شيء ". قلت: ولهذا أورد الحديث ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 167) من طريق الخطيب وحكى كلام العقيلي الذي نقلته آنفا
وتعقبه السيوطي في " اللآليء " (2 / 82) ثم ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (265 / 2) بأن السمسار لم يتفرد به بل له متابعون: عبيد بن القاسم والمسيب بن شريك وأبو المطرف المغيرة بن المطرف، وبأن له شاهدا عند الطبراني. قلت: أما عبيد بن القاسم فهو كذاب يضع الحديث كما قال صالح جزرة وأبو داود، ومثله قول ابن حبان (2 / 165) : " روى عن هشام بن عروة نسخة موضوعة، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب ". فلا قيمة لمتابعته. وروايته عند البزار وكذا القضاعي (74 / 1) وأما المسيب بن شريك فضعيف جدا قال البخاري: " سكتوا عنه " وقال مسلم وجماعة: " متروك ". فلا يعتد بمتابعته أيضا وروايته عند ابن عدي كما ذكر في "

اللآلي " والبيهقي في " الشعب " كما في تنزيه الشريعة وقال البيهقي: " حديث ضعيف، ورواه جماعة من الضعفاء عن هشام، ويقال إنه من قول عروة
قلت: وهذا هو الأشبه أنه من قول عروة بن الزبير، فقد رواه كذلك الخطيب (13 / 139) من طريق علي بن المديني قال: " المسيب بن شريك كتبت عنه كتابا كثيرا، ولم أترك عندي عنه إلا ثلاثة أحاديث: حدثنا المسيب عن هشام عن أبيه قال: لا تكون الصنيعة.... إلخ
وأما أبو المطرف المغيرة بن المطرف فلم أعرفه، والطريق إليه لا يصح، فقال السيوطي: " وقال ابن لال: حدثنا عبد الله بن أوس: حدثنا إبراهيم بن سعيد الشاهيني: حدثنا محمد بن عباد بن موسى العكلي: حدثنا أبو المطرف المغيرة بن المطرف عن هشام به ". قلت: وهذا سند مظلم لم أعرف أحدا ممن دون هشام غير العكلي هذا، ولم يحمد ابن معين أمره، وقال ابن عقده: " في أمره نظر
ورواه ابن عدي (97 / 2) من طريق حسين بن المبارك الطبراني حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة به. وقال: " منكر المتن، والبلاء فيه من الحسين هذا، وأحاديثه مناكير ". وأما الشاهد الذي سبقت الإشارة إليه من رواية الطبراني فهو: " إن المعروف لا يصلح إلا لذي دين، أولذي حسب، أولذي حلم

বাংলা

৭৭৮। আভিজাত্যের অধিকারী বা দ্বীনদার ব্যক্তির নিকট ছাড়া কর্ম সঠিক হয় মা, যেরূপ বংশজাত ব্যক্তি ছাড়া অনুশীলন কর্ম সঠিক হয় না।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি উকায়লী "আয-যোয়াফা" (৪৬৮) গ্রন্থে, ইবনুল আরাবী তার "আল-মুজাম" (১/৩২) গ্রন্থে, আল-খাতীব "আত-তারীখ" (১৪/১৬৪) গ্রন্থে, আবু বাকর আল-কালাবায়ী "মিফতাহুল মা'আনী" (১/২৯১) গ্রন্থে, আবুল খাত্তাব নাসর আল-কারী "হাদীছু আবী বাকর ইবনে তালহা" (১/১৬৩) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৪/২৯৫/২) ইয়াহইয়া ইবনু হাশেম আস-সিমসার হতে তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে তিনি তার পিতা হতে ... বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেনঃ সিমসার নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীছ জাল করতেন। এ বিষয়ে কিছুই সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইবনুল জাওযী হাদীছটি “আল-মাওযূ’আত” (২/১৬৭) গ্রন্থে আল-খাতীবের সূত্রে উল্লেখ করে, উকায়লীর উল্লেখিত ভাষ্য বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী “আল-লাআলী” (২/৮২) গ্রন্থে অতঃপর ইবনু ইরাক "তানীহুশ শারীয়াহ" (২/২৬৫) গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ সিমসার এককভাবে বর্ণনা করেননি। ওবায়েদ ইবনুল কাসেম, মুসাইয়্যাব ইবনু শুরায়িক এবং আবুল মুতাররেফ আল-মুগীরাহ ইবনুল মুতাররেফ তার মুতাবায়াত করেছেন। তাবারানীর নিকট তার একটি শাহেদও রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ওবায়েদ ইবনুল কাসেম মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী, যেমনটি সালেহ জাযারাহ এবং আবু দাউদ বলেছেন। ইবনু হিব্বানের ভাষ্যও (২/১৬৫) অনুরূপ। তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে একটি বানোয়াট পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করেছেন। আশ্চর্য হবার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীছ লিখাই হালাল নয়। তার মুতাবায়াতের কোন মূল্য নেই। মুসাইয়্যাব ইবনু শুরায়িক নিতান্তই দুর্বল। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেনঃ সাকাতু আনহু (তার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ চুপ থেকেছেন)। ইমাম মুসলিম সহ একদল বলেনঃ তিনি মাতরূক। তার মুতাবা’য়াতও গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু আদীর নিকট তার বর্ণনা “আল-লাআলী” গ্রন্থের বর্ণনার ন্যায়, আর বাইহাকীর নিকট "আশ-শু’আব" গ্রন্থের বর্ণনা "তানীহুশ শারীয়াহ" গ্রন্থের বর্ণনার ন্যায়। বাইহাকী বলেনঃ হাদীছটি দুর্বল। একদল দুর্বল বর্ণনাকারী হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়ে থাকে হাদীছটি উরওয়ার কথা।

আমি (আলবানী) বলছিঃ উরওয়ার কথা হওয়াটাই বেশী উপযোগী। অনুরূপভাবে আল-খাতীব (১৩/১৩৯) আলী ইবনুল মাদীনী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর আবুল মুতাররেফ আল-মুগীরাহ ইবনুল মুতাররেফকে আমি চিনি না। তার নিকট পর্যন্ত সূত্রটিও সহীহ নয়। সুয়ূতী যে সূত্রটি বর্ণনা করেছেন সেটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ আল-আকলী ছাড়া হিশামের নীচের বর্ণনাকারীদেরকে আমি চিনি না। ইবনু মা’ঈন তার প্রশংসা করেননি। ইবনু আকদাহ বলেনঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আর শাহেদ সেটি হচ্ছে সম্মুখের হাদীছটিঃ (দেখুন পরের হাদিস)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71657

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন